বৈশেষিক স্বীকৃত অভাব পদার্থ

বৈশেষিকগণ দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থ অতিরিক্ত অভাব নামক সপ্তম পদার্থ স্বীকার করেছেন। নৈয়ায়িকগণও উহা মানেন। কিন্তু সাংখ্য, বৌদ্ধ, প্রভাকর মীমাংসকগণ ভাব অতিরিক্ত অভাব স্বীকার করেন না। সাংখ্যমতে যখন যে অধিকরণে অভাব জানা যায়, তখন সেই অধিকরণের এক বিশেষ পরিণতিকে অভাব বলা হয়। প্রাভাকরমতে, অভাব অধিকরণাত্মক অর্থাৎ ভূতলে ঘট নেই এরূপ ক্ষেত্রে ঘটাভাববিশিষ্ট ভুতল - ভূতলস্বরূপই। কারণ, কেবল ভূতলের সাথে চক্ষুসংযোগ হয়। তাই তাঁদের মতে অভাব অতিরিক্ত কোন পদার্থ নয়।

ন্যায়-বৈশেষিকগণ কিন্তু একথা মানতে রাজি নন। তাঁদের মতে ঘট, পট, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি যেমন ভাব পদার্থ, তেমনি ঘটের ‘না থাকা’, চেয়ারের ‘না থাকা’ও অভাব পদার্থ। মনে রাখতে হবে ‘থাকা’ও যেমন আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, তেমনি ‘না থাকা’ও আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। ‘আছে’ বা ‘হ্যাঁ’ বুদ্ধিও যেমন জ্ঞান, ‘নেই’ বা ‘না’ বুদ্ধিও তেমনি জ্ঞান। এই নিষেধ বুদ্ধির যা বিষয়, তাই অভাব পদার্থ। যা কোন জ্ঞানের বিষয়, তা ঐ জ্ঞান অতিরিক্ত কোন পদার্থ। আমার সামনে যে টেবিলটিকে আমি প্রত্যক্ষ করছি, তা যেমন আমার জ্ঞান থেকে ভিন্ন একটি পদার্থ, তেমনি ঐ টেবিলে ঘোড়ার না থাকা বা অভাব প্রত্যক্ষ করছি, তাও আমার জ্ঞান থেকে ভিন্ন একটি পদার্থ।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভাবের নিষেধই ‘অ-ভাব’। ভাব বস্তুরই অভাব সম্ভব। আগে যাকে ‘আছে’ বলে জানিনি, তাকে ‘নেই’ বলাও সম্ভব নয়। টেবিলটিকে আমার ঘরে আছে বলে জানি, তাই আমার ঘরে তা ‘নেই’, এমন জ্ঞান হতে পারে। আর এই কারণেই ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন যে, প্রতিযোগী অর্থাৎ যার অভাব তা প্রসিদ্ধ বস্তু হলে অর্থাৎ পূর্বজ্ঞাত হলে, তবেই তার অভাব সম্ভব। যেমন ঘটাভাব, পটাভাব - এদের প্রতিযোগী ঘট, পট দুটিই প্রসিদ্ধ বস্তু। কোন না কোন প্রমাণের সাহায্যে যার অস্তিত্ব কোথাও না কোথাও সিদ্ধ হয়, তাকেই প্রসিদ্ধ বস্তু বলে। ঘট এবং পট এই দুই প্রতিযোগী সিদ্ধ বস্তু হওয়ায় ঘটের অভাব ও পটের অভাব পদার্থ বলে গণ্য হয়। কিন্তু ‘সোনার পাহাড়’ বলে কোন বস্তু প্রসিদ্ধ নয়। কাজেই ‘সোনার পহাড়ের অভাব’ বলে কোন পদার্থ স্বীকৃত হতে পারে না।

এখন অভাকে অনেক দার্শনিকগণ অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকার করেন না। যেমন ভারতীয় মীমাংসক ও অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক অভাব বলে কোন পদার্থ মানেননা। তাই আমাদের দেখা দরকার, 'অভাব' বলে কোন পদার্থ আদৌ স্বীকার করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি নেই। 'যা থাকে' তাকেই সাধারণত পদার্থ বলা হয়। 'না-থাকা' পদার্থ হবে কেন ? কিন্তু আমরা জানি ন্যায়-বৈশেষিকদের মতে 'না-থাকা'ও আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। কাজেই তা অর্থাৎ অভাব অবশ্যই একটি পদার্থ।

তাছাড়া অভাবকে পদার্থরূপে না মানলে, নঞর্থক বচনের সত্যতা ও মিথ্যাত্বের পার্থক্য করা যাবে না। কোন বচন তখনই সত্য বলে বিবেচিত হয়, যখন তার অনুরূপ কোন পদার্থ বাস্তবে থাকে। ধরা যাক 'ঘরে কোন ঘোড়া নেই' - বচনটি সত্য। এই বচনের বাস্তব অনুরূপ পদার্থটি কি হবে ? ন্যায়-বৈশেষিকমতে, ঘোড়ার অভাব বিশিষ্ট ঘরই এই বাস্তব পদার্থ। কাজেই ঘোড়ার অভাবকে পদার্থ বলে মানতে হবে। ভারতীয় দর্শনে কেবল ন্যায়-বৈশেষিকরা নয়, বেদান্তী ও ভাট্ট মীমাংসকগণও অভাবকে ভাব বস্তুর মতোই পদার্থরূপে স্বীকার করেছেন।

কিন্তু প্রাভাকর মীমাংসকগণ এই প্রসঙ্গে বলেন, অভাব বলে পদার্থ স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। ‘ঘরে ঘোড়া নেই’ - এই জ্ঞানের অনুরূপ যে পদার্থ বাস্তব জগতে আছে, তা ঘরটি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তা ভাব পদার্থ। তাঁরা আরও বলেন, অভাবের জ্ঞান সর্বদাই কোন না কোন অধিকরণে হয়। যে অধিকরণে অভাবের জ্ঞান হয়, অভাব সেই অধিকরণ স্বরূপ। ভুতলে যে ঘটের অভাবের জ্ঞান হচ্ছে, সেই অভাব ভূতলস্বরূপ অর্থাৎ ভূতলই। ভূতলের অতিরিক্ত ঘটাভাব বলে কোন পদার্থ নেই।

তবে ঘটের অভাবকে যখন অধিকরণ ভূতলস্বরূপ বলা হয়, তখন অধিকরণের তৎকালীন স্বরূপটিকেই বুঝতে হবে। 'ভূতলে ঘট নেই' - এই প্রতীতির বিষয় যে নাস্তিতা, তা হচ্ছে কেবল ভূতল অর্থাৎ ঘট-সংযোগ না থাকা কালীন ভূতল, অন্য কিছুই নয়। 'বিনষ্ট ঘট' - এই প্রতীতির বিষয় যে বিনাশ রূপ অভাব, তা ঘটের ভাঙ্গা খণ্ডগুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। 'ঘট পট নয়' - এইভাবে ঘটে যে পটের অভাব প্রতীত হয়, তা পৃথকত্ব গুণ মাত্র, আতিরিক্ত অভাব বলে কোন পদার্থ নয়।

ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন, অভাবকে অধিকরণ-স্বরূপ বললে, কল্পনার গৌরব হয়; বরং অধিকরণের অতিরিক্ত একটি পদার্থ বলে স্বীকার করলে, লাঘব হয়। ঘটাভাবকে অধিকরণের অতিরিক্ত একটি পদার্থ বলে স্বীকার করলে, আমরা তখন বলতে পারি একই ঘটাভাব ভূতলে আছে, টেবিলে আছে, আমার খাটের ওপর আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অধিকরণভেদে ঘটাভাব ভিন্ন ভিন্ন হয় না। কিন্তু অভাবকে যদি অধিকরণ স্বরূপ বলি, তাহলে ভূতলবৃত্তি ঘটাভাবকে ভূতল স্বরূপ বলতে হবে, টেবিল-বৃত্তি ঘটাভাবকে টেবিল-স্বরূপ বলতে হবে। কিন্তু ভূতল ও টেবিল অভিন্ন নয়। তাহলে একটি ঘটাভাব আর একটি বস্তু রইল না। অনন্ত বস্তু হয়ে পড়ল। সুতরাং একের পরিবর্তে অনেকে স্বীকার করায় এই মতবাদ গৌরব দোষে দুষ্ট।

অবশ্য এক্ষেত্রে প্রভাকর মীমাংসকগণ বলেন যে, ঐ অধিকরণগুলি তো এমনিতেই স্বীকৃত পদার্থ। নতুন কোন পদার্থ তো কল্পনা করা হয় নি। টেবিলস্থ অভাবকে টেবিল-স্বরূপ না বললে কি টেবিল পদার্থটিকে অস্বীকার করা চলত ? ভূতল, শয্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। এগুলি স্বীকৃত পদার্থ। উপরন্তু ঘটাভাবকে টেবিল বা ভূতলের অতিরিক্ত বলায় 'ঘটাভাব' বলে নতুন একটি পদার্থ স্বীকার করতে হচ্ছে। কাজেই গৌরব দোষ তো ন্যায়-বৈশেষিকগণই করছেন।

উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন, তবুও অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ বললে গৌরব দোষই হয়, কারণ অধিকরণভেদে একই ঘটাভাবকে অনেক বলে কল্পনা করতে হচ্ছে। কথাটা হচ্ছে ঘটাভাবের কল্পনা নিয়ে; ঘটাভাবকে এক বলে কল্পনা করব, নাকি বহু বলে কল্পনা করব ? ন্যায়-বৈশেষিক মতে ঘটাভাকে এক বলে কল্পনা করলেই চলে। কিন্তু প্রাভাকর মতে ঘটাভাবকে অনেক বলে কল্পনা করতে হয়, কারণ অধিকরণগুলি ভিন্ন ভিন্ন; অভাব যখন অধিকরণ-স্বরূপ, তখন বিভিন্ন অধিকরণ-বৃত্তি অভাবও বিভিন্ন। অবশ্য ঘটাভাকে অধিকরণের অতিরিক্ত পদার্থ বলে মানলে, অভাব বলে স্বতন্ত্র একটি পদার্থ স্বীকার করতে হয়, একথা ঠিক। কিন্তু তাতে গৌরব দোষ হয়না। কম মানলে যেখানে চলবে, সেখানে যদি বেশী মানি, তাহলেই কেবলমাত্র গৌরব হয়। কিন্তু অভাবকে অধিকরণের অতিরিত পদার্থ রূপে স্বীকার না করলে, আমাদের অনুভবের যথাযথ ব্যাখ্যা হয়না।

আমাদের অভাব অনুভবে অভাবের সাথে তার অধিকরণের আধার-আধেয় সম্বন্ধ প্রতীত হয়। অধিকরণটি আধাররূপে এবং অভাবটি আধেয়রূপে জ্ঞানে ভাসমান হয়। দুটি ভিন্ন পদার্থে মধ্যে এরকম আধার-আধেয়ভাব সম্বন্ধ হতে পারে। যেমন চা ও পেয়ালা। পেয়ালাটি আধার, চা আধেয়। দুটি বস্তু ভিন্ন। কাজেই অভাব যদি তার অধিরণের অতিরিক্ত বস্তু না হয়, তাহলে অভাব ও তার অধিকরণের আধার-আধেয় ভাব উপপন্ন হয় না।

তাছাড়া, শুধু আধার-আধেয় ভাবের উপপত্তির জন্যই যে অভাবকে তার অধিকরণ থেকে ভিন্ন পদার্থ বলা হয়েছে, তা নয়। অভাবকে অধিকরণ থেকে ভিন্ন বলে স্বীকার করার অন্য যুক্তিও আছে, যা খণ্ডন করা কঠিন। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, আমরা যে ইন্দ্রিয় দিয়ে যে ভাব বস্তু প্রত্যক্ষ করি, তার অভাবও সেই ইন্দ্রিয় দিয়েই প্রত্যক্ষ করি। চোখ দিয়ে ঘট প্রত্যক্ষ করি, চোখ দিয়ে ঘটের অভাবও প্রত্যক্ষ করি। কাণ দিয়ে শুনি, কাণ দিয়ে শব্দের অভাবও প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু অভাবকে অধিকরণ-স্বরূপ বললে এই সর্বজনগ্রাহ্য নিয়মকে অস্বীকার করতে হয়। জিহ্বার দ্বারা রসের আস্বাদন হয়। রসের অভাবের জ্ঞানও জিহ্বার দ্বারাই হওয়া উচিৎ। কিন্তু আমে তিক্ত রসের অভাব যদি অধিকরণ আমের স্বরূপ হয়, তাহলে আমকে যে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানব, সেই ইন্দ্রিয় দিয়েই তিক্ত রসের অভাবকে জানা উচিৎ হবে। আম একটি দ্রব্য। দ্রব্য প্রত্যক্ষ করি চক্ষু ইন্দ্রিয় বা ত্বক ইন্দ্রিয় দ্বারা। তাহলে মানতে হয়, তিক্ত রসের অভাবকেও রসনা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে না জেনে, ত্বক বা চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই জানি। তাকি মানা যায় ? সুতরাং অভাব অধিকরণ-স্বরূপ নয়, অতিরিক্ত পদার্থ।

অভাবের শ্রেণী বিভাগ ঃ

অভাবের শ্রেণীবিভাগের পূর্বে অভাব কাকে বলে একটু জেনে নেওয়া প্রয়োজন। বস্তুতপক্ষে অভাবের যথার্থ সংজ্ঞা নেই। তবে বলা যায়, দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের অন্যোন্যাভাব বিশিষ্টকে অভাব বলা যেতে পারে। আবার কেউ কেউ ভাব ভিন্ন পদার্থকে অভাব বলেন। কিন্তু তাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের আশঙ্কা আছে। কারণ অভাবভিন্ন পদার্থকে কেউ কেউ ভাব পদার্থ বলতে পারেন। আবার কেউ কেউ অভাবের কোন লক্ষণ দেওয়া সম্ভব নয় বলে এমন বলেন - ‘অখণ্ডোপাধিত্বম অভাবত্বম’ ।

অভাব সাধারণত দ্বিবিধ - অন্যোন্যাভাব ও সংসর্গাভাব। অন্যোন্যাভাবের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয় - তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাবত্বম অন্যোন্যাভাবত্বম। অন্যোন্যাভাব বলতে বোঝায় এক বিষয়ে অন্য বিষয়ের যে অভাব (তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অভাব)। যেমন ঘটেতে পটের অভাব অর্থাৎ এই ঘটটি পট নয়, আবার পটটিও ঘট নয়, অর্থাৎ ঘটটি তাদাত্ম্য সম্বন্ধে পটে বিদ্যমান নেই, পটটি তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ঘটে নেই - এই পারস্পরিক অভাবটি হল অন্যোন্যাভাব। অন্যোন্যাভাব নিত্য অভাব। কারণ ঘটেতে পটের অভাব বা পটেতে ঘটের অভাব পূর্বে ছিল, বর্তমানে আছে ভবিষ্যতেও থাকবে।

অন্যোন্যাভাব ভিন্ন যে অভাব তা সংসর্গভাব। তাদাত্ম্যসম্বন্ধ অনবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবত্বম সংসর্গাভাবত্বম - অর্থাৎ তাদাত্ম্য সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় না যে অভাব তা সংসর্গভাব। এই সংসর্গাভাব আবার তিন প্রকার। যথা - প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব।

প্রাগভাব ঃ উৎপত্তেঃ পূর্বং কার্যস্য (কারণে যোহভাবঃ) - অর্থাৎ কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণেতে ঐ কার্যের যে অভাব তাকে প্রাগভাব বলে। আবার যে অভাব বিনাশশীল তাকে প্রাগভাব বলে। এই অভাব অনাদি কিন্তু অন্তযুক্ত অর্থাৎ আদি নেই কিন্তু শেষ আছে। (অনাদি সান্ত প্রাগভাব)। ইহা নিজ প্রতিযোগীর দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যেমন এই তন্তুগুলিতে বস্ত্র উৎপন্ন হবে - এখানে তন্তুতে বস্ত্রের যে অভাব তা হল প্রাগভাব। এর প্রতিযোগী বস্ত্র তৈরী হলেই ঐ অভাব বিনষ্ট হবে। সৎকার্যবাদ খন্ডন করে আরম্ভবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে এই অভাবের ভূমিকা বেশ উপযোগী। আর উৎপন্ন বস্তুর পুনরুৎপত্তি যাতে স্বীকার না হয়, তার জন্য এই প্রাগভাব স্বীকার করতে হবে।

ধ্বংসাভাব ঃ সংসর্গাভাবগুলির অন্যতম হল ধ্বংসাভাব। এর লক্ষণ দেওয়া হয়েছে, জন্যাভাবত্বং ধ্বংসাভাবত্বম অর্থাৎ যে অভাবের উৎপত্তি আছে তাই ধ্বংসাভাব। এখানে 'জন্য' পদের দ্বারা প্রাগভাবে অতিব্যাপ্তি বারিত হয়েছে, কেননা প্রাগভাব অনাদি হওয়ায় তা জন্য বা উৎপন্ন হয় না। আর অভাব পদের দ্বারা দ্রব্যাদি ভাব পদার্থে অতিব্যাপ্তি নিরাকৃত হয়েছে। এই অভাবের আদি বা উৎপত্তি আছে, শেষ বা ধ্বংস নেই অর্থাৎ অবিনাশী। তাই বলা হয়েছে সাদি অনন্তর ধ্বংসাভাব অর্থাৎ যে অভাবের আদি বা শুরু আছে কিন্তু অন্ত বা শেষ নেই তাই ধবংসাভাব। একটি ঘট উৎপন্ন হওয়ার পর ধ্বংস হলে ঐ ধ্বংসাবশেষে ঐ ঘটের যে অভাব তা ধ্বংসাভাব। ধ্বংসাভাব যদি উৎপন্ন হয় তবে (জাতস্য ধ্রুবো মৃত্যু - এই নিয়মে) অবশ্যই তার বিনাশ হবে। কিন্তু ধ্বংসের পরে ধ্বংস প্রতিযোগিক ঘট প্রভৃতির পুনরায় উৎপত্তি হয় না। তাই যদি হত তাহলে মৃতেরও পুনরায় উৎপত্তির আপত্তি হত। তবে ভাব পদার্থ সমূহ উৎপন্ন হলে বিনষ্ট হয়, কিন্তু অভাবের ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটেনা।

অত্যন্তাভাব ঃ নিত্যসংসর্গাভাবত্বম অত্যন্তাভাবত্বম অর্থাৎ নিত্য সংসর্গাভাকে অত্যন্তাভাব বলে। যেমন বায়ুতে রূপের অভাব। ঘটেতে চৈতন্যের যে অভাব। বায়ুতে রূপ বা ঘটেতে চৈতন্যের অভাব অতীতে ছিল বর্তমানেও আছে ভবিষ্যতেও থাকবে। তাই এই অভাব নিত্য অভাব। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকগণ ভূতলে ঘটাভাবকেও অত্যন্তাভাব বলেছেন।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ